MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

Varna and Marginalized Communities in the Vedic and Puranic Context: A Study

বৈদিক ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে বর্ণ ও বহির্ভূত জাতি: একটি সমীক্ষা

Md. Abid Azad

Assistant Professor, Department of Sanskrit
Mahishadal Raj College, Purba Medinipur, West Bengal, India.
Email: abidazad76@gmail.com
Page No: 148-153

Abstract: *This study examines the socio-cultural conceptualization of caste and marginalized communities beyond the orthodox fourfold varna framework in Vedic and Puranic literature. Textual analyses of the Manusmriti, the Mahabharata, and major Puranas demonstrate that frontier and non-conforming tribes were not regarded as fundamentally alien populations. Instead, traditional authorities contextualized them through theories of mixed lineage (varna-samkara) or social degradation (vratya) resulting from lapses in prescribed ritual sacraments like the Gayatri initiation. Furthermore, Puranic cosmological cartography—spanning Jambudvipa's nine varshas to outer insular continents (dvipas)—consistently projected variants of the fourfold social order into mythic realms, distinguishing the ritual and moral agency of Bharatavarsha as the preeminent karmabhumi. By synthesizing canonical injunctions with cosmic geography, this research illustrates how ancient Indian theorists systematically integrated peripheral groups into a comprehensive social continuum defined by degree of adherence to Sanskritic rites.*

Keywords: *Manusmriti, Vratya, Varna-samkara, Puranic Cosmology, Karmabhumi*

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও জনবিন্যাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে এবং তৎসংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় এমন বহু জনজাতির অস্তিত্ব ছিল যারা মূল বৈদিক শাসনরীতির সরাসরি অংশ না হলেও প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকেই মূলধারার অধিবাসীদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কে যুক্ত ছিল। এই সমস্ত সীমান্তবাসী ও বহির্ভূত জনজাতির উৎপত্তি, সামাজিক পদমর্যাদা এবং মূল বৈদিক সমাজের সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ, শাস্ত্রকার ও পুরাণকারগণ অত্যন্ত প্রামাণিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় প্রাজ্ঞ সমাজের এই বহুমাত্রিক সামাজিক বিন্যাস এবং ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের স্বরূপ অনুধাবনে মনুসংহিতা, মহাভারত ও পুরাণ সাহিত্যের বিবরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়।

হিন্দু ধর্ম, সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সর্বজনমান্য আচার্য মহর্ষি মনুর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আদি সমাজগঠনে মূল বৈদিক চতুর্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ব্যতীত অন্য কোনো স্বতন্ত্র বা আদি মানবজাতির অস্তিত্ব ছিল না। মনুর মতে, চতুর্বর্ণের বহির্ভূত সমাজভুক্ত অন্যান্য সমস্ত জনজাতি বা সামাজিক গোষ্ঠী মূলত মূল বর্ণের সামাজিক মিশ্রণ ও আন্তঃসম্পর্কের ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এই তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥[1]

মনুসংহিতার এই শ্লোকের প্রামাণিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে আচার্য কুল্লুক ভট্ট উল্লেখ করেছেন যে, অশ্বতরের ন্যায় বর্ণসঙ্কর জনজাতির ক্ষেত্রে মাতাপিতার জাতি থেকে পৃথক কোনো পঞ্চম বা অতিরিক্ত কোনো বর্ণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রে চতুর্বর্ণের বহির্ভূত যেসকল বিবিধ জাতির নির্দেশ রয়েছে, তা মূলত সামাজিক ব্যবহারের সুবিধা এবং লৌকিক পরিচয়ের খাতিরেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এই সামাজিক বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় নিষাদ ও চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম সামাজিক স্তরগুলোকেও মূল চার বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণজাত বলে প্রতিপাদন করা হয়েছে। যেমন, মনুসংহিতার অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে—

ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥[2]

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রা মহিলার গর্ভে নিষাদ বা পারশব জাতির উৎপত্তি ঘটে। এর পাশাপাশি অনুলোম ও প্রতিলোম সম্পর্কের তাত্ত্বিক বিচারে শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নারীদের গর্ভে যথাক্রমে আয়োগব, ক্ষত্তা এবং মানবকুলের নিম্নতম স্তর হিসেবে গণনীয় চণ্ডাল জাতির জন্ম হয়েছে বলে মনুসংহিতায় নির্দেশ করা হয়েছে—

शूद्राद् आयोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाम् ।
वैश्या-राजन्य-विप्रासु जायन्ते वर्णसङ्करा ॥[3]

বর্ণসংকর ও সামাজিক বিচ্যুতির এই তাত্ত্বেই কেবল মনু সীমাবদ্ধ ছিলেন না; দ্বিজাতি বংশে জন্মগ্রহণ করেও যারা নির্দিষ্ট সামাজিক বিধিবিধান ও মেখলাধারণের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে সাবিত্রী বা গায়ত্রী সংস্কার থেকে পরিভ্রষ্ট হতো, তাদেরকেও তিনি 'ব্রাত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् ।
तात्सावित्रीपरिभ्रष्टान् व्रात्यानिति विनिरदिशेत् ॥[4]

শাস্ত্রে এই ব্রাত্য হওয়ার সময়সীমা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত রয়েছে; ব্রাহ্মণ বালকদের ক্ষেত্রে ১৬ বছর, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে ২২ বছর এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে গায়ত্রী সংস্কার সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন না হলে তারা সমাজচ্যুত হয়ে আর্য সমাজে নিন্দনীয় ব্রাত্য হিসেবে পরিগণিত হতো—

आषोडशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।
आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धोराचतुर्विंशाद विशः ॥
अतः ऊर्द्धं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥[5]

মনুসংহিতার এই ধারণার পাশাপাশি মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও ব্রাত্য ও সীমান্তবাসী জনজাতিসমূহের উৎপত্তি এবং অবনমনের এক বিকল্প ও বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক, যবন, কম্বোজ, দ্রাবিড়, কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষক প্রভৃতি বহুখ্যাত ক্ষত্রিয় জনজাতিসমূহ কালক্রমে ব্রাহ্মণগণের দর্শন বা আধ্যাত্মিক সাহচর্য ও সংস্কার লাভ করতে না পারার ফলেই ব্রাত্যত্ব বা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল—

शकाः यवन-काम्बोजाः ताः ताः क्षत्रिय-जातयः ।
वृषलत्वं परिगताः ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥
द्रविडाश्च कलिन्दाश्च पुलिन्दाश्चापि उशीनराः ।
कोलिसर्पाः माहिषकाः ताः ताः क्षत्रिय-जातयः इत्यावि ॥[6]

মহাকাব্য ও পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহের এই সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণ কখনোই সীমান্তবাসী জনজাতিসমূহকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন মানবগোষ্ঠী হিসেবে দেখেননি, বরং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, সংস্কার ও তাত্ত্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের দূরত্ব এবং সংযোগের তারতম্য দিয়েই তাদের সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদা নির্ধারণ করেছিলেন।

বহির্বিশ্ব সম্পর্কে পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি

পুরাণসমূহের বিবরণ বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে, পুরাণকার বা সংকলকগণ মূলত তাঁদের নিকটবর্তী ভৌগোলিক সীমানার বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে পৌরাণিক রূপক ও ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নিজ অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে দূরবর্তী ভূখণ্ডের বর্ণনায় তাঁরা প্রধানত পৌরাণিক মহাজাগতিক ভৌগোলিক ধারণা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগ ও অধিবাসীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত সুবিশাল কালপর্বে পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন—

प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम ।
विभज्य सप्त द्वीपानि मैत्रेय सुमहात्मनाम् ॥[7]

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে প্রিয়ব্রতের এই সপ্তদ্বীপ সৃষ্টির আখ্যানটি আরও সুনির্দিষ্ট ও অলৌকিক রূপকে বর্ণিত হয়েছে। রথের চক্রের ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট বিশাল খাত থেকেই সপ্ত সমুদ্র ও পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের উদ্ভব ঘটেছিল—

प्रियव्रतोऽप्यनुदिनमेधमानभगवन्महिमानुभावस्तदनाभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनिमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद् द्वितीय इव पतङ्गः ॥ ये वा उ ह तद्रथचरणनेमिकृतापरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः ॥[8]

তবে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের গঠনপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত ভাগবত পুরাণের এই আখ্যানটির সাথে বিষ্ণুপুরাণের

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

বিবরণগত কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান।

ভাগবত পুরাণের পঞ্চমাংশের ষোড়শ অধ্যায়ে এই একই ঘটনার পুনরুল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রিয়ব্রতের রথচক্রের গভীর রেখা বা খাত থেকেই সপ্ত সমুদ্রের উৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা সমগ্র পৃথিবী সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল—

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপক্লৃপ্তা যত এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্রয়া ভগবন্ খলু সূচিতঃ ॥[9]

বৈদিক সাহিত্যে 'সপ্ত সিন্ধু' ধারণার স্বরূপ

বৈদিক সাহিত্য ও সংহিতায় ব্যবহৃত 'সপ্ত সিন্ধু' শব্দগুচ্ছটির ভৌগোলিক ও পৌরাণিক তাৎপর্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাজসনেয়িসংহিতায় এই শব্দটিকে ক্ষীরসমুদ্রাদি সপ্ত সমুদ্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

যাবতী দ্যাবাপৃথিবী যাবচ্চ সপ্ত সিন্ধবো বিতস্থিরে ॥[10]

অপরপক্ষে, সামবেদ ও ঋগ্বেদে এই শব্দগুচ্ছ মূলত নদী বা জলধারা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

অবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্ ॥[11]

ঋগ্বেদের নদীস্তুতিসূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী ও পরুষ্ণীর সাথে সিন্ধু ও অন্যান্য নদীসহ মোট দশটি নদ-নদীর প্রত্যক্ষ আবাহন প্রাপ্ত হয়, যা প্রাচীন ভারতীয় ভৌগোলিক জলপথের প্রামাণিক আলেখ্য তুলে ধরে—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা ॥[12]

জম্বুদ্বীপ ও বর্ষসমূহের ভৌগোলিক বিন্যাস

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত পৃথিবীর মূল সপ্তদ্বীপ লবণোদ ও ইক্ষুরসাদিসহ সাতটি মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত—

জম্বূ-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্-দধি-দুগ্ধ-জলৈঃ সমম্ ॥[13]

এই সর্বমধ্যবর্তী দ্বীপটি হলো জম্বুদ্বীপ, যা হিমবৎ, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত হয়ে নয়টি বর্ষ বা বিভাগে বিভক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত উত্তরস্থ অপর আটটি বর্ষের বৈশিষ্ট্য বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে কোনো বিপর্যয়, জরা, মৃত্যুভয় বা চতুর্যুগের অবক্ষয়জনিত পরিবর্তন ঘটে না।

যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
তেষাং স্বাভাবিকং সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥
বিপর্যয়ো ন তত্রাস্তি জরা-মৃত্যু-ভয়ং ন চ।
ধর্মাধর্মৌ ন তেষ্বস্তাং নোত্তমাধম-মধ্যমাঃ।
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বষ্টসু সর্বদা ॥[14]

উত্তরকুরু' অঞ্চলের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'উত্তরকুরু' কেবল পৌরাণিক রূপক নয়, বরং এটি একটি বাস্তব ভৌগোলিক সীমানা বা দেবক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে— *অথানেন উদীচ্যাং দিশি বিশ্বে দেবাঃ ষড়্ভিশ্চৈব পঞ্চবিংশৈরহোভিরভ্যষিঞ্চন্নেতেন চ তৃচেনেতেন চ যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতিভির্বৈরাজ্যায়। তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ "উত্তরা-কুরব উত্তরা-মদ্রাঃ" ইতি বৈরাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে ॥*[15]

রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এবং মহাভারতের সভা পর্বে উত্তরকুরু অঞ্চলটিকে পুণ্যবান মানুষদের বাসস্থান এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে অগম্য অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—

উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ।[16]
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ ॥[17]

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ও 'কর্মভূমি' হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব

সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভূখণ্ডই 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত।

উত্তরং যত্ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥[18]

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, জম্বুদ্বীপের সকল বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, কারণ এটি একমাত্র 'কর্মভূমি'। এখানে মানুষ তপস্যা, যজ্ঞ ও দান-ধ্যানের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে এবং স্বর্গভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হলে দেবতারাও মনুষ্যরূপে এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন—

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্ছান্যত্র ন ক্বচিত্ ॥
তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাত্ ॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বূদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্মভূরেশাতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥[19]

অর্থাৎ, ভারত ছাড়া অন্য কোনো বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-এই চার যুগের বিভাগ নেই। এখানেই ঋষিরা তপস্যা করেন, যজ্ঞকর্তারা আহুতি দেন এবং মানুষ পরলোকের জন্য শ্রদ্ধাভরে দান করেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বর্গভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হলে দেবতারাও মনুষ্যরূপে এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন। এই ভূমিই একমাত্র স্থান যেখানে নিঃস্বার্থ কর্মের মাধ্যমে মানুষ পরমাত্মা বিষ্ণুতে বিলীন হওয়ার সুযোগ পায়।

ভাগবত পুরাণে (৫/১৭/১১-১২) এই বৈষম্যটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—
তত্রাপি ভারতমেব বর্ষ কর্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষভোগস্থানানি ভৌমানি স্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥

এষু পুরুষাণাং অযুত-পুরুষায়ুর্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং নাগায়ুত-প্রাণানাং বজ্র-সমহনন-বয়ো-মোদ-প্রমুদিত-মহাসৌরত-মিথুন-ব্যবায়াপবর্গ-বর্ষ-ধৃতৈক-গর্ভ-কলত্রাণাং ত্রেতা-যুগ-সমঃ কালো বর্ততে ॥[20]

এই শ্লোকটির অর্থ হল— ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য আটটি বর্ষ হলো মূলত 'ভৌম স্বর্গ' বা স্বর্গজাত মানুষদের পুণ্যশেষ ভোগের স্থান। সেখানে বসবাসকারীগণ দশ হাজার হস্তীর সমান বলশালী, দেবতুল্য দীর্ঘজীবী এবং সেখানে চতুর্যুগের অবক্ষয়জনিত কোনো সংকট নেই। সেখানকার অধিবাসীদের জীবন ত্রেতা যুগের মানুষের মতো আনন্দময় ও নিরুদ্বেগ।

পৌরাণিকদের মতানুযায়ী এই বর্ণনায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো, ভারতবর্ষকে যজ্ঞের স্থান বলা হলেও, কিছু ক্ষেত্রে শাল্মলী দ্বীপেও যজ্ঞের অনুশীলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সামগ্রিকভাবে পৌরাণিকদের মতানুযায়ী প্রধান অভিপ্রায় ছিল ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক ভিন্নতর জাতিসত্তা বা ভিন্নতর জীবনচর্যাবিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করা, যা জম্বুদ্বীপের অন্যান্য বর্ষের অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

পৌরাণিক বর্ণনায় যদিও অন্যান্য দ্বীপেও অধিবাসীদের 'মনুজ' বা 'মানব' (মনুর বংশধর) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং জাতিমালায় শাকদ্বীপ থেকে গোরুড় কর্তৃক ব্রাহ্মণদের জম্বুদ্বীপে আনার উল্লেখ মেলে, তবুও পৌরাণিকদের মতানুযায়ী কল্পনাপ্রসূত বর্ণনার কারণে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

প্লক্ষদ্বীপ থেকে শাকদ্বীপ পর্যন্ত অন্যান্য দ্বীপসমূহের সামাজিক বিন্যাস

প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ। বিষ্ণুপুরাণে প্লক্ষদ্বীপ থেকে শাকদ্বীপ পর্যন্ত পাঁচটি দ্বীপে চতুর্যুগের অবক্ষয় অনুপস্থিতি এবং অধিবাসীদের পঞ্চসহস্র বর্ষ পরমায়ু ও নিরাময় জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে—
ন চৈবাস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু।
ত্রেতা-যুগ-সমঃ কালঃ সর্বদৈব মহামতে।
লক্ষ-দ্বীপাদিষু ব্রহ্মন শাকদ্বীপান্তকেষু বৈ ॥
পঞ্চ-বর্ষ-সহস্রাণি জনাঃ জীবন্ত্যনাময়াঃ।
ধর্মাঃ পঞ্চস্ব থৈতেষু বর্ণ আশ্রম-বিভাগ-জাঃ ॥
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারস্তান্ নিবোধ গদামি তে।
আর্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশাঃ ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্র-ক্ষত্রিয-বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনি-সত্তম ॥[21]

অর্থাৎ, প্লক্ষ থেকে শাকদ্বীপ পর্যন্ত পাঁচটি দ্বীপে চতুর্যুগের রূপান্তর ঘটে না; সেখানকার সময় সর্বদা ত্রেতাযুগের ন্যায়। অধিবাসীরা পাঁচ হাজার বছর ব্যাধিহীন পরমায়ু ভোগ করেন। এখানেও বর্ণাশ্রম বিভাগ রয়েছে এবং চার বর্ণকে যথাক্রমে আর্যক (ব্রাহ্মণ), কুরু (ক্ষত্রিয়), বিবিংশ (বৈশ্য) এবং ভাবিন (শূদ্র) বলা হয়। তাঁরা চন্দ্ররূপী হরিকে পূজা করেন।

ভাগবত পুরাণে (৫/২০/৪) এই চার বর্ণকে আবার হংস, পতঙ্গ, ঊর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের জীবনকাল এক সহস্র বর্ষ এবং তাঁরা ত্রয়ীবিদ্যার সাহায্যে সূর্যরূপী পরমাত্মার উপাসনা করেন। প্লক্ষদ্বীপটি সমান বিস্তারের ইক্ষুরসের মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত—
লক্ষ-দ্বীপ-প্রমাণেন লক্ষ-দ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষু-রসোদেন পরিবেষানুকারিণা ॥[22]

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

শাল্মলীদ্বীপ সুরাসমুদ্র (মদের সমুদ্র) দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এর বিস্তার প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ। বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী, এই দ্বীপেও চতুর্বর্ণের বিন্যাস বিদ্যমান—

সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্বর্ণ্য-যুতানি চ ।
শাল্মলে যে তু বর্ণাশ্চ বসন্তি তে মহামুনে ।
কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তে ।
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুম্ আত্মানম্ অব্যয়ম্ ॥[23]

অর্থাৎ, এই দ্বীপে চার বর্ণকে যথাক্রমে কপিল (ব্রাহ্মণ), অরুণ (ক্ষত্রিয়), পীত (বৈশ্য) এবং কৃষ্ণ (শূদ্র) বলা হয়। তাঁরা বায়ুরূপে অবস্থিত পরমাত্মা বিষ্ণুর যজন করেন।

ভাগবত পুরাণে (৫/২০/১১) এই চার বর্ণকে আবার শ্রুতধর, বীর্যধর, বসুন্ধর ও ইষুন্ধর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

শাল্মলীদ্বীপের চারিদিকে সমবিস্তারের সুরাসমুদ্র এবং তাকে বেষ্টন করে শাল্মলীর দ্বিগুণ আয়তনের কুশদ্বীপ অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী, কুশদ্বীপে দানব, দৈত্য, দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষদের সাথে চার বর্ণের মানুষ বসবাস করে—

তস্যাং বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈত্য-দানবৈঃ ।
তথৈব দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষাদয়ঃ ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠান-তৎপরাঃ ।
দমিনাঃ সুষ্মিণঃ স্নেহাঃ মন্দেহাশ্চ মহামুনে ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥[24]

এখানে চার বর্ণকে যথাক্রমে দমিন (ব্রাহ্মণ), সুষ্মিন (ক্ষত্রিয়), স্নেহ (বৈশ্য) এবং মন্দেহ (শূদ্র) বলা হয়। তাঁরা ব্রহ্মরূপী জনার্দনের উপাসনা করেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কুশদ্বীপের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সেখানে কোনো দস্যু বা ম্লেচ্ছ জাতি নেই; অধিবাসীরা গৌরবর্ণ, সুকুমার এবং ব্যাধিহীন। ভাগবত পুরাণে (৫/২০/১৬) কুশদ্বীপের চার বর্ণকে কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক বলা হয়েছে।

কুশদ্বীপ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমুদ্রকে ঘিরে কুশদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তনের ক্রৌঞ্চদ্বীপ অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী, ক্রৌঞ্চদ্বীপে চার বর্ণকে যথাক্রমে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য বলা হয়—

সর্বেষ্বেতেষু রম্যেষু বর্ষ-শৈল-বরেষু চ ।
নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেব-গণৈঃ প্রজাঃ ।
পুষ্করাঃ পুষ্কলাঃ ধন্যাঃ তিষ্যাশ্চাত্র মহামুনে ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥[25]

ভাগবত পুরাণে (৫/২০/২২) এদের পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ ও দেবক বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ দধিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পরিশেষে, ক্রৌঞ্চের দ্বিগুণ আয়তনের শাকদ্বীপ দধিসমুদ্রের বাইরে অবস্থিত, যা ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী, এখানকার পুণ্যভূমি ও নদীসমূহ পরম পবিত্র এবং পাপ-ভয় হরণকারী—

তত্র পুণ্যাঃ জনপদাঃ চাতুর্বর্ণ্য-সমন্বিতাঃ ।
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব-পাপ-ভয়াপহাঃ ॥[26]

বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী (২/৪/২৩-২৬), শাকদ্বীপে অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মহানি, পারস্পরিক সংঘর্ষ বা মর্যাদালঙ্ঘনের কোনো অবকাশ নেই। এখানকার চার বর্ণকে যথাক্রমে মগ (ব্রাহ্মণ), মাগধ (ক্ষত্রিয়), মানস (বৈশ্য) এবং মন্দগ (শূদ্র) বলা হয়। তাঁরা সূর্যরূপী বিষ্ণুর উপাসনা করেন—

ধর্ম-হানির্ ন তেষ্ব্ অস্তি ন সঙ্ঘর্ষঃ পরস্পরম্ ।
মর্যাদা-ব্যুৎক্রমো নাপি তেষু দেশেষু সপ্তসু ॥
মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসাঃ মন্দগাস্তথা ।
মগা ব্রাহ্মণ-ভূয়িষ্ঠাঃ মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তু তে ॥
বৈশ্যাস্তু মানসাঃ জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাং তু মন্দগাঃ ।
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য-রূপ-ধরো মুনে ।
যথোক্তৈর্ ইজ্যতে সম্যক্ কর্মভির্ নিয়তাত্মভিঃ ॥[27]

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 2 (JUL - AUG) 2026

মহাভারতের ভীষ্মপর্বেও (৪১০-৪২২) শাকদ্বীপের অধিবাসীদের পুণ্যবান ও অমোর বলা হয়েছে। ভাগবত পুরাণে (৫/২০/২৮) শাকদ্বীপের চার বর্ণকে ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত বলা হয়েছে।

শাকদ্বীপ ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমুদ্রকে ঘিরে শাকদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তনের শেষ দ্বীপ পুষ্করদ্বীপ অবস্থিত, যা স্বাদুদকের (মিষ্টি জলের) মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা কোনো সংকীর্ণ বা স্থবির কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বৈদিক সংহিতা, মনুসংহিতা, মহাভারত ও পুরাণসমূহের প্রামাণিক বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মূল চতুর্বর্ণের পরিমণ্ডলের বাইরে বসবাসকারী বা সীমান্তবাসী জনজাতিসমূহকে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো মানবগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করেননি। বরং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, সংস্কার এবং তাত্ত্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বা সংযোগের তারতম্যের মাধ্যমেই তাদের সামাজিক অবস্থান ও ব্রাত্যত্ব নির্ধারিত হয়েছিল। তদুপরি, জম্বুদ্বীপসহ অন্যান্য পৌরাণিক দ্বীপসমূহের বর্ণাশ্রম বিন্যাসের বিবরণী প্রাচীন ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের বিশ্বজনীন সমাজভাবনা এবং বহুমুখী জনবিন্যাসেরই এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

Endnotes

1. মনুস্মৃতিঃ ১০/৪
2. মনুস্মৃতিঃ ১০/৮
3. মনুস্মৃতিঃ ১০/১২
4. মনুস্মৃতিঃ ১০/২০
5. মনুস্মৃতিঃ ২/৩৮
6. মহাভারতম্, অনুশাসনপর্ব ৩৫/১৩-১৮
7. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/১/৩
8. শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণম্ ৫/১/৩০-৩১
9. শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণম্ ৫/১৬/২
10. বাজসনেয়িসংহিতা ৩৮/২৬
11. ঋগ্বেদঃ ১/৩২/১২
12. ঋগ্বেদঃ ১০/৩৫/৫
13. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/২/৪-৫
14. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/২/১১-১৩
15. ঐতরেয়ব্রাহ্মণম্ ৮/১৪/৪
16. বাল্মীকিরামায়ণম্, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্ ৪৩/৩৮
17. বাল্মীকিরামায়ণম্, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্ ৪৩/৫৩
18. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৩/১
19. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৩/১১-১৩
20. ভাগবতপুরাণম্ ৫/১৩/১১-১২
21. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/৫-৮
22. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/৯
23. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/১২
24. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/১৪
25. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/১৯
26. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/২৩
27. বিষ্ণুপুরাণম্ ২/৪/২৪-২৬

Bibliography

- Bandyopadhyay, B. (Ed.). (2005). *Aitareya Brahmana*. Sanskrit Book Depot.
- Bhattacharya, K. (1988). *Prachin Bharatiya samaj o sanskriti*. Visva-Bharati.
- Chattopadhyay, S. (2004). *Prachin Bharat: Samaj o sahitya*. Ananda Publishers.
- Ghurye, G. S. (1969). *Caste and race in India*. Popular Prakashan.
- Kane, P. V. (1974). *History of Dharmasastra* (Vols. 2 & 5). Bhandarkar Oriental Research Institute.
- Kullukabhatta (Comm.). (1998). *Manusamhita (Manusmriti)*. Sanskrit Sahitya Parishat.
- *Mahabharata (Anushasana Parva & Bhishma Parva)*. (2008). Bangiya Sahitya Parishat.
- Mukhopadhyay, A. K. (1995). *Veda o Bharatiya samaj*. Dey's Publishing.
- *Rigvedasamhita (Nadistutisukta and others)*. (2012). Paschimbanga Rajya Pustak Parshad.
- Sharma, R. S. (1990). *Sudras in ancient India: A social history of the lower order down to circa A.D. 600*. Motilal Banarsidass.
- *Srimadbhagavatapurana*. (2010). Gita Press.
- Tarkaratna, P. (Trans. & Ed.). (1985). *Vishnupurana*. Nababharat Publishers.